গীত-হার।

অর্থাৎ

নানাবিষয়ক বিশুদ্ধ সঙ্গীত।

শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বহুবাজার সেকরাপাড়া লেন ৪ নম্বর,
বেঙ্গল স্থপীরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইং ১৮৭৪।

মূল্য ৸৹ বারো আনা।

উপহার।

বঙ্গকুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি,

সদা স্বদেশহিতানুষ্ঠান তৎপরেষু।

প্রিয় বন্ধু!

বন্ধুর প্রদত্ত উপহার অতি তুচ্ছ হলেও তা প্রণয়ের অনুরোধে আদরনীয় হয—তাইতে আমি আপনাকে এই গীতহার ছড়াটি উপহার দিতে সাহসী হলেম। আমি উঁচু দরের কবি নই, বিশুদ্ধসঙ্গীতজ্ঞও নই, তা আপনার অবিদিত নাই তবে কথাটা কি জানেন, কখন কখন স্বভাবের মনোহারিণী শোভা, কখন স্বদেশের যার পর নাই দুর্দ্দশা, আর কখন বা পরকালের ভাবনা, মনের মধ্যে রকম বিরকমের ঝড় তোলে,—সেই ঝড়ে কল্পনা-তরুর দুই একটা ফুল পাতা যা ছিঁড়ে উড়ে পড়ে তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে এই হার ছড়াটি গেঁথেছি—এ আমার ঝড়ো ফুলের হার! এতে গন্ধ নাই, বাহারও নাই! শুদ্ধ ভালোবাসার খাতিরে যদি গ্রহণ করেন তবেই চরিতার্থ হই।

আপনারই—

গঙ্গাধর——

বিজ্ঞাপন।

সঙ্গীত প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তঃকরণের পদার্থ। যেরূপ প্রিয়তম বন্ধুর সহবাসে আমরা সুখে কালাতিপাত করি, বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলাপেও অবিকল সেইরূপ সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারা যায়। সঙ্গীত দুঃখশোকাদিসন্তপ্ত হৃদয়ের এক মাত্র অবলম্বন, অতএব এরূপ পদার্থের প্রতি লোকের যৎপরোনাস্তি অনুরাগ জন্মিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি?

ভারতবর্ষীয়েরা অতি প্রাচীন কাল অবধি সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিজ্ঞানশাস্ত্রের এই অঙ্গটীর এতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছেন, যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের অধিবাসীরাই সে রূপ করিতে সমর্থ হন নাই। অধুনাতন প্রধান সঙ্গীতবেত্তারা এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যে ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হওয়াতেই অন্যান্য দেশ সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় হয়, সেইরূপ ভারতবর্ষেরই সঙ্গীত লইয়া অন্যান্য দেশের সঙ্গীত শিক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুকাল অবধি আমাদের দেশের লোকেরা সঙ্গীতের প্রতি হতাদর হইতেছেন—অশ্লীল ও অরুচিকর সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাবই বোধ হয় ইহার এক মাত্র কারণ। রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতি অনেকানেক সঙ্গীত রচয়িতারা নানাবিধ অশ্লীল সঙ্গীতের পরিচালনা করিয়া দেশের এই মহানিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা প্রলয়োন্মুখ সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারসাধনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় আমাদের দেশের লোকেরা সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায়

অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ ইঁহাদের চেষ্টায় বোধ হয় অবিলম্বেই আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র পুনর্ব্বার স্বীয় প্রাচীন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে নানাস্থলে সঙ্গীতশিক্ষার্থে স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় ভাষায় বিশুদ্ধ ও রুচিকর গানের অভাবে উল্লিখিত মহাত্মাদিগের চেষ্টা ততদূর ফলোপধায়ক হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমি এই অভাবনিরাকরণার্থ নানাবিধ গুরু ও লঘু বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় কতকগুলি গান প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলাম। ঈশ্বরতত্ত্ব, সামাজিক বিষয়, বিজ্ঞানঘটিত উপদেশ প্রভৃতি সকল প্রকার বিষয়েই আমি সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়াছি। আমার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে আদিরসভিন্ন সঙ্গীতের প্রকৃত উপজীব্য আর নাই লোকের ইত্যাকার যে একটী কুসংস্কার আছে, সেইটী দূরীভূত হয়। এক্ষণে ইহাদ্বারা সঙ্গীতশিক্ষার সুবিধা, লোকের রুচিপরিবর্ত্তন প্রভৃতির পক্ষে কিঞ্চিৎমাত্র সাহায্য হইলেও আমি সমুদয় শ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, যথোচিত পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম ইতি।

কলিকাতা বহুবাজার,
ইং ১৮৭৪ সাল।

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ—

সূচিপত্র।

গীত-হার।

প্রভাত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

নয়ন জুড়াও মন, হেরে প্রভাত শোভন।
মৃদু মৃদু হাসিতেছে, প্রকৃতি হেরি তপন ॥
ফুল কুল বিকসিত, সৌরভে করে মোহিত,
মৃদু মন্দ সঞ্চালিত, সুশীতল সমীরণ ॥

আকাশে মেঘের গায়, সুবর্ণ ভূষণ প্রায়,
অরুণ কিরণ হায়, কিশোভা ধরে——
যতেক বিহঙ্গগণে, দিনমণি দরশনে,
করিয়ে মধুর গান, উল্লাসে করে ভ্রমণ ॥

যতেক রাখালগণে, গাভী মেষাদি চারণে,
প্রান্তরে মাঠে কাননে, করিছে গমন——
কৃষক বৃষের সনে, ক্ষেত্র ভূমি করষণে,
যায় আনন্দিত মনে, লাঙ্গল করি ধারণ ॥

স্বভাব কি মনোলোভা, ধরিয়ে অপূর্ব্ব শোভা,
রচনা কৌশল যাঁর, দেয় পরিচয়——
মানস কুসুম লয়ে, প্রেম চন্দন মাখায়ে,
চরণ কমলে তাঁর, আনন্দে কর অর্পণ ॥

মধ্যাহ্ন।

রাগিণী মুলতানী। তাল চৌতাল।

মধ্যাহ্নে পূর্ণ জগত, হইল আলোকে,
পুঞ্জ পুঞ্জ করে দিবাকর, জ্যোতি বিস্তার।

মহাবেগে আলোক হিল্লোল, ভেদ করিয়ে মরুত মণ্ডল,
পরশে ভূতল সহ করে ঘরষণ——
অনল তাপ উঠে তাহায়, সন্তাপে সংসার॥

আতপে তাপিত হয়ে প্রাণিগণ-শীতল ছায়াতে করে অবস্থান,
লুকায় গুহায় তমো, জীবনেরি ভয়ে——
সাগর তড়াগ যত জলাশয়, হেরে প্রভাকরে সভয় হৃদয়,
কর রূপে করে দান বাষ্প নীহার॥

ত্রিশিরা স্ফাটিকে ভানুর কিরণ, হেরিয়ে বিজ্ঞানপ্রিয় জ্ঞানিগণ,
সোপান করিল লয়ে সপ্ত বরণ——
তাহার আশ্রয়ে করিয়ে দর্শন, ভানুর দেহের অপূর্ব্ব গঠন,
নিরূপণ করে তারা করিছে প্রচার॥

যা হতে হয়েছে আলোর সৃজন, তাঁর কাছে চাহ জ্ঞান আলো মন,
প্রেমের স্ফটিক তাহে করহে যোজন——
হৃদয় মন্দিরে পাবে দরশন, মহা প্রভাময় তাঁহার চরণ,
কিরণে বরিষে যার কৈবল্য অপার॥

সন্ধ্যা।

রাগিণী পুরবী। তাল চৌতাল।

শেষভাগ হতে দিবার, তেজ হীন হলো প্রভার,
হেরি সন্ধ্যা সমাগত, হলো ভানু অদর্শন।

রবির বিরহে হইয়ে দুঃখিত, কমল কুসুম হইল মুদিত,
প্রফুল্লিত কুমুদিনী বিধুর উদয়ে——
দিবসেরি গ্রীষ্ম তাপ ঘুচাইতে,হিমজল রেণু মাখিয়ে অঙ্গেতে,
মৃদুমন্থর গমনে, বহে সন্ধ্যা সমীরণ ॥
পবন বহনে তরুবর গণ, শাখারূপ কর করিয়ে চালন,
ইঙ্গিতে বিহঙ্গ দলে করে আবাহন——
সঙ্কেত বুঝিয়া যত পক্ষিচয়, নিজ নিজ বাসে দ্রুত গতি ধায়,
সুমধুর কলরবে, পুরিল তারা গগন ॥
দেখিতে ২ শ্যামলবরণে, তমোরাশি আসি পূরিল গগনে,
হইল অবনীতল অন্ধকার ময়——
ভাস্করের ভয়ে যত তারাগণ, তস্করের প্রায় আছিল গোপন,
সন্ধ্যার হয়ে ভূষণ, দেয় তারা দরশন ॥
দিবানিশি দুয়ে করিয়ে মিলন, যে করিল মন সন্ধ্যার সৃজন,
চিন্তরে হৃদয়ে তাঁর শ্রীপদ কমল——
ভক্তি সুধা তাহে কররে সিঞ্চন, সফল হইবে জনম জীবন,
জীবনেরি সায়ংকালে, ঘুচিবে পাপ জ্বলন ॥

রজনী

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

গভীর রজনী শোভা হেরিয়ে নয়ন।
রসনা বাসনা করে গাইতে প্রকৃতি গুণ ॥
তিমির নীল অম্বর, আচ্ছাদিত কলেবর,
হীরক তারকাদল, হয়েছে অঙ্গ ভূষণ ॥

গ্রহ উপগ্রহগণ, নূপুরে যেন রতন,
ভ্রমণ কম্পনে তারা, বাজিছে মধুর——
হেরি ও রূপ মাধুরী, সাগরাদি যত বারি,
চিত্র লইবারে বুঝি, পেতেছে হৃদি দর্পণ ॥

শৃগালাদি নিশাচর, আনন্দে করে বিহার,
প্রকৃতির স্তুতি করে নিজ নিজ রবে——
যত তরুলতাগণে, যামিনীর দরশনে,
পল্লব চালনে সবে, করে চমর ব্যজন ॥

দিবসেরি শ্রম দূর, করিবারে কি মধুর,
বিশ্রাম সুখদায়িনী, হয় যামিনী——
নিয়ম কৌশলে যাঁর, সৃজন হয়েছে তার,
তাঁহার চরণে কর, প্রেমাঞ্জলি অর্পণ ॥

শরৎ।

রাগ ভৈরব। তাল চৌতাল।

শরতে স্বভাবশোভা, দর্শন করিয়ে, নয়ন জুড়ায়।
তৃণের মনোহর, বসনেতে কলেবর, ভূমাতা লুকায় ॥
বিবিধ কুসুম রাশি, উদ্যানে উপবনে, শোভা পায়——
সৌরভ রেণু চয়ন করিয়ে, হিম বায়ু বহে প্রাণ জুড়ায় ॥
আকাশ নিরমল, তাহে সব তারাদল, জ্বলিছে কি হায় ॥
শীতল কিরণ ধারা, করিয়ে বরিষণ, নিশিনাথ——
আলোকে করে ভূতল উজ্জ্বল, জ্যোতিস্রোতে যেন জগতে ধুয়ায় ॥
যে জন শরত ঋতু, সৃজিয়ে জীবগণে, সুখ দেয়——
তাঁহারি গুণ অপার মহিমা, চিরকাল ব্যাপি সর্ব্বলোকে গায় ॥

হেমন্ত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

হইতে শরত শেষ, হেমন্ত এলো ভূতলে।
শীত আসিছে বলিয়ে, সম্বাদ দেয় সকলে॥

নিশির শিশিরবাণ, নলিনীর বধে প্রাণ,
শোকে ভানু ম্রিয়মাণ, অগ্নিকোণে পড়ে ঢলে॥

দেখিয়ে দিবার হ্রাস, নিশার বাড়ে উল্লাস,
আলোকেরে উপহাস, করয়ে আঁধার——
হিমের ধূম বসন, আচ্ছাদিল তারাগণ,
লাজে সুধাংশু বদন, ঢাকিল যেন অঞ্চলে॥

তরুলতা শীর্ণকায়, ফুল কুল মৃত প্রায়,
নীরব মন ব্যথায়, রহে পিকবর——
মধু বিনা মধুকর, হয় তাপিত অন্তর,
মনদুখে জর জর, রোদন করে সকলে॥

হেরি উচ্চের পতন, নীচ লোকে হৃষ্টমন,
কাকের বাড়ে লাবণ্য, হেমন্ত কালেতে——
কুকুরে করে বিহার, পাখা উঠে পিপীলার,
নীহার মুকুতাহার, তৃণগণ পরে গলে॥

হেমন্ত যাঁর আজ্ঞায়, শস্যে ধরণী পূরায়,
পাকায়ে ধান্য জীবেরে, করে অন্নদান——
প্রেম রাগ তানে তাঁর, গাও গুণ অনিবার,
মনরে মন তোমার, সঁপো তাঁর পদতলে॥

শীত।

রাগিণী রামকেলি। তাল কাওয়ালী।

শীতের প্রতাপ নয়ন। কর দরশন——
স্বভাব কি ভীষণ, রূপ করে ধারণ, ত্রাসিত অন্তরে সর্ব্বজন ॥

বরফ সমান হয় হিমবারি, পরশে অঙ্গ অবশ হয় সবারি,
শীতল পবন, বহে অনুক্ষণ, থর থর কাঁপে তায় প্রাণিগণ ॥

শীতের প্রতাপে রবি তেজোহীন, ভয়ে সঙ্কোচিত ছোট হয় দিন,
নারীর কোলেতে, লুকায় ভয়েতে, জীবন রাখিতে হুতাশন ॥

কোয়াসা জালে দিকে আচ্ছাদিল, নবোদিত ভানু কিরণ ঢাকিল,
দূর দৃষ্টি হ্রাস, চূত মুকুল নাশ, শীর্ণ হয় সব তরুগণ ॥

কার্পাস রেসম পসম বসনে, সবে তনু ঢাকে শীত নিবারণে,
নর নারী জনে, একত্র শয়নে, শীতের ভয় করে ভঞ্জন ॥

কপি কমলালেবু বেদানা আঙ্গুর, সিম কড়াইসুঁটি মধুর খেজুর,
খাই শীতকালে, যাঁর কৃপাবলে, তাঁর গুণগানে মজ মন ॥

বসন্ত।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালি।

হেরিয়ে শোভা বসন্ত ঋতুর নয়ন জুড়ায়।
ঋতুরাজ কিবা মোহন ভূষায়, সুচারু ভূষিত করে ভূমাতায়,
বন উপবন, উদ্যান কানন, মরি কি শোভিত, কুসুম শোভায় ॥

জড় সড় শীতে হয়ে প্রাণিগণ, ছিল যেন সবে শৃঙ্খলে বন্ধন,
বসন্ত আসিয়ে কৃপালু হৃদয়ে, প্রাণি সকলের বন্ধন ঘুচায় ॥

আধ আধ শীতে গ্রীষ্ম মিলন, আহা মরি কিবা জুড়ায় জীবন,
মলয় পবন, করিছে বহন, উল্লাসিত চিত সব জীব তায় ॥

তরুলতাগণ নব পল্লবিত, নানা জাতি ফুল হলো বিকসিত,
সৌরভে মোহিত, করিছে জগত, ঝাঁকে২ অলি মধুপানে ধায়॥

কুহু কুহু রবে পিক করে গান, শ্রবণে জুড়ায় সে মধুর তান,
যুবক যুবতী, ভুঞ্জে সুখরতি, বিরহী তাপিত মন্মথ জ্বালায় ॥

বসন্তে মদনে করি উদ্দীপন, যে করে কৌশলে প্রাণির সৃজন,
প্রকৃতি পুরুষে, সুখ রতি রসে, যে মজায় মজ মন তাঁরি পায় ॥

গ্রীষ্ম।

রাগিণী টোড়ি। তাল কাওয়ালি।

ভীষণ প্রতাপ নয়ন। হেররে গ্রীষ্ম ঋতুর——
উগ্র কিবা মূরতি, ধারণ করে প্রকৃতি, দর্শনে ভীত সর্ব্বজন ॥

অগ্নিধারা প্রায়, প্রখর আতপ, বরিষণ করয়ে তপন——
শোষণ তাহে করে ধরাতল, জলাশয় নির্জ্জীবন ॥

মরুভূমিময়ে, বালুকা উত্তাপে, অনিল অনল সম হয়——
প্রবল বেগে, বহে চারি দিকে, জীবগণে করে দাহন ॥

নীরস নিস্তেজ, তরুলতাগণ, তৃষাতুর হয় প্রাণি সবে——
কাতর স্বরে, ডাকে জলধরে, চাতকিনী করি রোদন ॥

ভানুর কিরণ, লাগিয়ে বালিতে, জলভ্রম হয় দূরেতে——
তৃষিত যত, হয় প্রতারিত, মরীচিকা করি দর্শন ॥

পশু পক্ষী নর, তাপিত অন্তর, কলেবর সিক্ত স্বেদ জলে—
শীতল জল, হিমছায়াতল, বিনা নাহি রয় জীবন ॥

গ্রীষ্ম ঋতুর, সৃজন করিয়ে, চূতফলে সুধা সঞ্চারে যে——
তাঁহারি প্রেম, সুধাসিন্ধু নীর, পানে হও মন মগন ॥

বর্ষা।

রাগিণী মল্লার। তাল কাওয়ালি।

হের বরিষা ঋতুর শোভন। নয়ন——
মনোহর রূপ কিবা, প্রকৃতি করে ধারণ ॥

নভোমণ্ডলে কিবা, জলদের জাল,
কজ্জল রূপ ধরি, বিস্তারে বিশাল——
চমকে চপলা দাম, আহা মরি কি সুঠাম,
হাসিছে শ্যামাঙ্গী যেন, প্রকাশ করি দশন ॥

ঘন ঘন ঘন করে, গভীর গর্জ্জন,
ভীষণ নিনাদে তার, পূরিল গগন——
করি রব সন সন, বহিছে বেগে পবন,
ঝর ঝর রবে হয়, বারি ধারা বরিষণ ॥

পূরে সব জলাশয়, রসিল ভূতল,
স্রোতস্বতী বেগবতী, হইল সকল——
কুলু কুলু রব করি, পড়িছে সাগরোপরি,
পতি সহ সতী যেন, করে প্রেম আলিঙ্গন ॥

হরিত বরণে কিবা তরুলতাগণ,
মনোহর রূপ ধরি জুড়ায় নয়ন,
পবনেরি হিল্লোলে, ধান্য তৃণ হেলে দোলে,
মরকত জলে যেন তরঙ্গমালা ভূষণ ॥

ময়ূর ময়ূরী কিবা পর্ব্বত উপরি,
আনন্দে নাচিছে সবে কলাপ বিস্তারি,
চাতক তৃষা মিটায়, ভেক গণে গীত গায়,
প্রিয়াবিরহ অনলে, প্রবাসী হয় দাহন ॥

বরষায় শস্যবতী করি ভূমাতারে,
যে করে আহার দান সকল জীবেরে,
কৃতজ্ঞতা সহ তাঁর, গাও গুণ অনিবার,
তাঁর প্রেম সুধাপানে, মজ রে চাতক মন ॥

অসীম বিশ্বরাজ্যবিষয়ক চিন্তা।

রাগিণী পরজ। তাল আড়া।

কে পারে বলনা মন করিতে এই,
অসীম বিশ্বরাজ্যের পরিসীমা ॥

কত যে তারা তপন, কত ধূম কেতু,
গ্রহগণ শশি-সহিত, ভ্রমিছে, তার সংখ্যা করিতে ॥

পলকে আলো ভ্রমণ, করি লক্ষ ক্রোশ,
নাহি পায় শেষ দেখিতে, বিশ্বেরি, যুগ যুগ যুগেতে ॥

প্রপঞ্চ হতে সৃজন, করি জড় ভূত,
তাহাতে জীবন চেতনা, দিল যে, মন তাঁরে জানিতে ॥

অদ্ভুত কিবা কৌশল, মস্তিষ্ক রচনা,
যাহাতে মনের আবাস, হইল, সে কৌশল বুঝিতে ॥

এই যে মহান বিস্তৃত, জগত কল্পনা,
যে করিল তাঁর অপার, মহিমা, কেবা পারে গায়িতে ॥

হিন্দুমেলা।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালি।

হিন্দুমেলা যত ভারত সন্তানে,
কহিছে আদরে।

হিন্দু জাতি যাতে গৌরব পায়, প্রাণ পণে তারি কর উপায়,
ভারতমাতার হীনতা মোচনে,
দৃঢ় করি বাঁধ সবে ঐক্যডোরে ॥

শৌর্য্যবান হও বীর্য্য বিস্তার, দেশ জুড়ে কর জ্ঞানপ্রচার,
বিদ্যার প্রভাবে ভীরুতা হরিবে,
বীরতেজ পাবে সবে জ্ঞান জোরে ॥

কৃষিকার্য্য আর শিল্পবিদ্যার, উন্নতিসাধনে হও তৎপর,
বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, সমর সন্ধানে,
নিপুণতা লভ সবে যত্ন করে ॥

ব্যায়াম সাধিয়ে হও বলবান, অভ্যাস কর অস্ত্র সন্ধান,
সমরে শার্দ্দূল বধিয়ে বিপুল
সাহস, বাড়াও বনে মৃগয়া করে ॥

আত্মনির্ভর রূপ অমূল্য রতন, উপার্জ্জনে তারি কর যতন,
দারিদ্র্য দীনতা, পর অধীনতা,
ঘুচিবে সকল দুখ আত্ম নির্ভরে ॥

হিন্দুস্থান সম ধনেরি আকর, ধরাতলে নাহি দেশ অপর,
জন্মিয়ে সে দেশে, ঘুমাও অলসে,
হায় তব ধন লয়ে যায় পরে ॥

চিতোর রাজ্যের অধিপতি প্রতাপ রায়ের রোদন।

রাগিণী টোড়ি। তাল কাওয়ালি।

১

জাগ জাগ প্রিয় দেশবাসিগণ।
বিস্তীর্ণ ভারতে যথা আছ যে জন,
কর স্বদেশেরি দুখেরি মোচন ॥

২

জননী ভারত, কাঁদি অবিরত,
কহিছে সন্তানগণে বিনয় করিয়ে কত,
ঘুচাও যাতনা দাসীত্ব পীড়ন ॥

৩

গত স্বাধীনতা মান, হত ধন জ্ঞান,
কীর্ত্তি গৌরব দীপ হয়েছে নির্ব্বাণ,
শোকেতে ম্রিয়মাণ ভারত আনন ॥

৪

জনম ভূমির দুর্দ্দশা নয়নে,
আর্য্য বংশ হয়ে, হেরছে কেমনে,
পূর্ব্ব পুরুষ গণে হয় কি স্মরণ?

৫

স্বদেশেরি মান বজায় রাখিতে,
পশু বানর জাতি রাক্ষসে মারিতে,
সাগর লঙ্ঘিয়ে করেছিল রণ ॥

৬

হায় কি পাপের ফলে ভারতে এখন,
বলবীর্য্য হীন হলো হিন্দুগণ,
ঐক্যেরি বন্ধন কে করিল ছেদন ॥

৭

হিন্দুর গৌরব জানকী উদ্ধারিতে,
আর কি লবে পুন জনম ভারতে,
শৌর্য্য বীর্য্য রূপ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

৮

পুন কি ভারতে দুষ্টেরি দমন,
যদুনাথ করি জনম গ্রহণ,
অত্যাচারী কংসে করিবে নিধন?

৯

দুর্য্যোধন রূপ অপহারী খলে,
প্রহারিতে গদা মহা বাহুবলে,
আর কি হিন্দু কুলে হবে ভীমসেন?

১০

ধীরতায় বীরতায় উজ্জ্বল ভারত,
করিতে হবে কি পুন হিন্দুকুলে জাত,
গঙ্গাদেবী সুত ভীষ্ম মহাজন?

১১

যে একতা রূপ শক্তির সাধনে,
দলিল দানব দলে দেব দেবীগণে,
তাহারি পূজনে ধাও হিন্দুগণ ॥

পুরুষার্থ উপার্জ্জনে স্বদেশবাসি-গণের প্রতি উক্তি।

রাগিণী মল্লার। তাল কাওয়ালী।

প্রিয় ভারত জাত ভ্রাতৃগণ।
সঘনে যতনে কর বীরত্ব সাধন ॥

হিন্দুর নাম বিস্তার মহীতলে, করিতে হও অগ্রসর ঃ——
স্বাধীনতা ধন মান প্রতাপ বর্দ্ধনে,
ধর্ম্ম রক্ষণে আর সত্যের পালনে,
কু আচার দমনে, দেশ হিত সাধনে, করহে পণ জীবন ॥

দেশ বিদেশ ভ্রমণ পরায়ণ, হইয়ে হের নৃসমাজে ঃ——
শৌর্য্য বীর্য্য বল, সমর কৌশল,
যত রূপ বিদ্যা ধরে ধরাতল,
জননী ভারতে, আনিয়ে সকলের, করহে বীজবপন ॥

শার্দ্দূল প্রায় বিশাল বলাকর, হও হে ব্যায়াম সাধিয়েঃ——
ভ্রমরূপ তমো নাশ জ্ঞান আলো জ্বেলে,
শ্রম অস্ত্রেতে ছেদ আলস্য শৃঙ্খলে,
ভয় নাশ কর, সাহস গুরুতর, বর্দ্ধনে কর যতন ॥

লক্ষ্মণ রাম বীরেশ ভীমার্জ্জুন রণ্‌জিত রঘুজী শিবজীঃ——
ভারতের বীর গণে স্মরণ করিয়ে,
বীর ধর্ম্মেতে ব্রতী হও বীর পণে,
প্রিয় জন্ম ভূমির গৌরব সাধনেতে, করোনা ভয় মরণ ॥

ব্রিটেনীজাত বিক্রম বিশারদ পণ্ডিত সভ্য জাতিরেঃ——
সভ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়ে,
কৃতজ্ঞতা মান উপহার দিয়ে,
সভ্যতা সুনীতি বীরত্ব প্রভৃতির, উপদেশ কর গ্রহণ ॥

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান সভা।

রাগিণী পরজ। তাল আড়া।

বিজ্ঞান সাধনে হও আগুয়ান।
উৎসাহ যতনে প্রিয় ভারত সন্তান ॥

জন্মভূমি সমুজ্জ্বল, মনুষ্য নাম সফল,
হয় তার করে যেই, জ্ঞান অনুষ্ঠান ॥

পুরাকালে ঋষিগণ, ভাস্করাদি মহাজন,
জ্ঞানালোকে করেছিল, দীপ্ত হিন্দুস্থান ॥

শৌর্য্য বুদ্ধি ধন বল, একত্র লয়ে সকল,
কর মাতা প্রকৃতির, নিয়ম সন্ধান ॥

হিন্দুর যশঃ-সৌরভে, ধরা আমোদিত হবে,
ভারত জননী পুন, পাইবেন মান ॥

ফাদার লাফোঁ। *

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

চল ভাই সবে, জেভিয়রে যাই। সেণ্ট জেভিয়রে যাই।
জ্ঞান সুধাপানে, জ্ঞান পিপাসা মিটাই॥

বিস্তারে বিজ্ঞান জ্যোতি, পাদ্রি লাফোঁ মহামতি,
তাহার কিরণে মন, আঁধার ঘুচাই॥

স্বভাব গূঢ় নিয়ম, প্রকাশে তার মরম,
হেরি যার কারিকুরি, বলিহারি যাই:—
পদার্থ শক্তির সনে, পরস্পরের মিলনে,
হয় কত লীলা ভেবে শেষ নাহি পাই॥

অনন্ত আকাশময়, বিবিধ ভূত-নিচয়,
যে করিল সঞ্চয়, অদ্ভুতবলে:—
আকর্ষণে † অপসরণে ‡ মিশায়ে রেণুর সনে,
বিশ্ব ছবি যে আঁকিল তাঁর গুণ গাই॥

তড়িৎ।

রাগিণী মল্লার। তাল কাওয়ালি।

কি অপরূপ রূপ সৌদামিনী।
ক্ষণপ্রভা অঙ্গআভা, নয়ন বিমোহিনী। (জলদ নিবাসিনী)

---

* ইনি কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়র কালেজের প্রধান অধ্যাপক, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত।

† Attraction.

‡ Repulsion.

তেজোবতী বেগবতী, চপলা চঞ্চলা অতি,
মনের অধিক দ্রুত গামিনী——
হয়ে তুমি স্রোতস্বতী, জীবদেহে কর স্থিতি,
তুমিগো অদ্ভুত শক্তি, জীবের জীবনী ॥

তুমি বরষার মূল, পাল তুমি জীবকুল,
জগত জনের হিত সাধিনী——
পলকে দিগদিগন্তে ধাও তুমি তার-পথে,
হয়ে জনসমাজের বারতা বাহিনী ॥

বিজ্ঞান আলোকে হেরি, তব গুণ স্বভাবেরি,
মরম প্রকাশে যে জ্ঞানিগণে——
ধন্য সে সকল জন, পূজ্য এই ত্রিভুবন,
হলেগো যাদের তুমি, আজ্ঞার অধীনী ॥

করিয়ে কত যতন, মেলিয়ে জ্ঞান নয়ন,
হেরিয়ে তোমায় ভেক শরীরে——
জীবদেহে তব বাস, করি জগতে প্রকাশ,
হইল এ মর্ত্ত্যলোকে, অমর গাল্‌ভ্যানি ॥

তামা লোহা পিতলাদি যত ধাতু নীচ জাতি,
ধরে হেমকান্তি তব বলেতে:——
তুমি গর্ভে জাত যার, না জানি মহিমা তার,
আছে কি জগতে আর, তেমন কামিনী ॥

———

প্রোফেসর পাল্‌মিরি।*

রাগিণী টোড়ি। তাল কাওয়ালি।

অদ্ভুত বীরত্ব না যায় বর্ণনে।

ধীর গভীর পাল্‌মীর মহামনে,
প্রকাশ করিল বিজ্ঞান সাধনে॥

আগ্নেয় গিরিবর ভিসুভিয়সপর,
রহিল অটলমনে সাহসে করি ভর,
দেখিতে ঘোরতর অনলপ্লাবনে॥

পর্ব্বতগহ্বর হতে ভয়ঙ্কর,
অগ্নিধূম রাশি জ্বলন্ত প্রস্তর,
প্রলয় গরজনে ছুটিছে গগনে॥

দ্রবীভূত ধাতু প্রস্তর নিকর,
অনলে গলিয়ে স্রোত বহে নিরন্তর,
দাহন করে তায় নগরে কাননে॥

থর থর ঘন ঘন মেদিনী কাঁপিছে,
গিরি বিদীর্ণ করি অনল ঝাঁপিছে,
ফাটিছে ভূধর গভীর গরজনে॥

---

* পালমিরি একজন ইটালীদেশীয় বিখ্যাত বিজ্ঞানবেত্তা। ইনি বিজ্ঞান-বলে ভিসুভিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত হইবার একবৎসর পূর্ব্বে উহা গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন। এবং সেই ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের সময় নিজের জীবনা-শায় জলাঞ্জলি দিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিসাধন মানসে সেই পর্ব্বতোপরি অব-স্থিতি করিয়াছিলেন।

কালান্তক রূপ অনল প্লাবনে,
হেরি ভয়াকুল হয় সর্ব্বজনে,
দূরে পলায়নে বাঁচায় জীবনে ॥

এমন ভীষণ সঙ্কটে যে জন,
মরণে অভয়মন, করে দরশন,
কোপন স্বভাবে, ধন্য সেই জনে ॥

বিজ্ঞান সাধনে এমন সাহস,
যবে হিন্দুজাতি করিবে প্রকাশ,
ভারত উজ্জ্বল হবে সেই দিনে ॥

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের আক্রমণ হইতে উচ্চ শিক্ষা রক্ষা করিবার উপায়।

রাগিণী গৌরী। তাল কাওয়ালী।

কর ভর এবে আত্ম নির্ভরে।
প্রিয় বঙ্গবাসী জন সকলে——
পাইতে উচ্চ শিক্ষায়, বিষম বিঘ্ন ঘটায়,
ক্যাম্বেল রাহুতে গ্রাসে জ্ঞান শশধরে ॥

দেশের হিত সাধনে হও আগুয়ান,
ধনবান বিদ্বান বল বুদ্ধিমান——(সবে)
কর এমন উপায়, যাহাতে উচ্চ শিক্ষায়,
সুলভে বঙ্গবাসীরে লভিতে পারে ॥

সভ্য ইউরোপে আর আমেরিকায়,
দলে বলে সত্বরে চলহে তথায়——
বিবিধ শিল্প সন্ধান, যন্ত্র কলাদি নির্ম্মাণ,
শিখে আসি কর দূর, নিজ অভাবেরে ॥
(ডাক্তার)
সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান সভায়,
সাহায্য প্রদান সবে করহে ত্বরায়——
ধনী মানী জ্ঞানী ধীর, স্বাধীন সাহসী বীর,
অচিরে হইবে সবে বিজ্ঞানেরি জোরে ॥

স্বদেশের হিতে পণ কর ধন প্রাণ,
উড়িবে হিন্দুর পুন গৌরবনিশান——
করহে মন্ত্রসাধন, অথবা দেহপতন,
নতুবা হিন্দুর নাম ডোবে একেবারে,

প্রোফেসর ফসেট্।

রাগিণী মুল্তানী। তাল আড়া।

দয়াল ফসেট্ কর দুখ অবসান।
বাঁচাও প্রজাপুঞ্জেরে সুবিচার করি দান ॥

নানারূপ করভার, সহেনা মস্তকে আর,
তাহে আবার অত্যাচার দহিছে লোকেরি প্রাণ ॥

রাজধন অপব্যয়, দুর্ভিক্ষেতে প্রজাক্ষয়,
দিব কত পরিচয়, জ্বরে দেশ হলো অয়্রাণ ॥

করে লোকে হাহাকার, দেখি কেম্বেলের বিচার,
উচ্চশিক্ষা পাইবার, পথ ঘুচাইতে চান ॥

বড় আশা ছিল মনে, কুইনের নিজ শাসনে,
ভারতেরি প্রজাগণে, সুখেতে জুড়াবে প্রাণ ॥

সে আশা নাহি পূরিল, কই সে সুখ হইল,
বরং আগে ছিল ভালো, কোম্পানি দয়াবান,

কোম্পানির ডিরেক্টরে, ভয় বা লাভেরি তরে,
দেখিত তদন্ত করে, শাসন কার্য্য বিধান ॥

এবে রাজ সেক্রেটরি, লয় কি যতন করি,
ভারত প্রজা পুঞ্জেরি, সুখ দুঃখেরি সন্ধান॥

পার্লিয়ামেণ্টর সভ্যগণে, কবে হে কৃপানয়নে,
হেরিয়ে ভারত পানে, করিবে তত্ত্বাবধান ॥

তুমিহে মহানুভব, ভারতের সত্য বান্ধব,
অতুলনা দয়া তব, কিনিল ভারত প্রাণ ॥

ধন্য সেই পুণ্য দেশ, তার গৌরব অশেষ,
প্রসব করে যে দেশ, তোমা হেন সুসন্তান ॥

ঈশ্বরেরি সন্নিধান, চাহি হে তব কল্যাণ,
যত ভারতসন্তান, তব যশ করে গান ॥

বীরত্ব উপার্জ্জনের চেষ্টা, স্বদেশ বাসীদিগের প্রতি উক্তি।

রাগিণী পুরবী। তাল কাওয়ালী।

ভাই সবে সাধ বীর হইতে।
বুদ্ধিবল সাহস বাড়াইতে॥
ব্যায়াম সাধনে, ঘোটক আরোহণে,
যত্ন কর কেহ মৃগয়া করিতে॥
জ্ঞান উপার্জ্জনে, প্রবেশহে কাননে,
উঠ উচ্চতর ভূধর শৃঙ্গেতে॥
সাগর তরিতে, সুনাবিক হইতে,
শিখ কেহ কেহ আকাশে ভ্রমিতে॥
সমর বিজ্ঞান, করহে অধ্যয়ন,
আত্মরক্ষা ধর্ম্ম রক্ষণ করিতে॥
বঙ্গ বাসী জন, সাহস উপার্জ্জন,
কর সবে ভীরুবাদ ঘুচাইতে।

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক মেষ্টর জেমস্ রুটলেজ।

রাগিণী পিলু। তাল পোস্তা।

করি বন্ধুর কাজ বাধিত করিলে, ভারতেহে কিনিলে।
প্রিয় রুটলেজ তুমি, হৃদয়েতে রহিলে॥

ধর্ম্মেরি সত্যেরি প্রেম ভাল দেখাইলে,
রাজ শাসনেরি দোষ, নির্ভয়ে প্রকাশিলে——
কুকা হন্তা কোয়্যানেরে } বিচারেতে আনিলে।
বিধি হন্তা ফর্সাইতেরে, }

ব্রিটেনীর গৌরব দীপ উদ্দীপন করিলে,
অবিচার কলঙ্ক তার তুমিহে ঘুচাইলে——
অক্ষয় যশের কীর্ত্তি হিন্দুস্থানে রাখিলে ॥

সম্পাদকেরি ধর্ম্ম ভাল আচরিলে,
পক্ষপাতে স্বার্থপরে কভু নাহি জানিলে——
কবে তোমারি মত হইবে হে সকলে ॥

নিরাপদে গিয়ে দেশে ভাস সুখ সলিলে,
ঈশ্বর রাখুন তোমায় চিরকাল মঙ্গলে——
রাখিও ভারতে মনে আপনারি বলে ॥ (বলিয়ে)

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বঙ্গ মহিলে। ওগো পুণ্যশীলে।
দানে দেশ কুল ভাল আলো করিলে ॥

সাধারণ উপকার, করিবারে অনিবার,
অমৃত বদান্য স্রোতে, বঙ্গ ব্যাপিলে।

অন্নদানে ক্ষুধাতুরে, বিদ্যাদানে জ্ঞানার্থীরে,
চিকিৎসাদানে রোগীরে, জীবন দিলে ॥

ধন্য তব স্বামিকুল, ধন্য তব পিতৃকুল,
কুল পায় গো অকুল, তুমি কুল দিলে ॥

তব যশ পুণ্যমান, ব্যাপিল গো হিন্দুস্থান,
অক্ষয় কীর্ত্তি সুনাম, ভাল রাখিলে ॥

ধর্ম্মেরি পুণ্যেরি বলে, থাক্‌বে গো সদা মঙ্গলে,
ভাস্‌বে পরকালে চির, সুখ সলিলে ॥

বঙ্গের ধনাঢ্যগণ, কবে গো তোমার মতন,
ভিজাবে জনম ভুমি, দান সলিলে ॥

পিতৃমাতৃ সন্তোষার্থে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারি-লাল গুপ্তের হিন্দুপরিণয়।

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়া।

সংসারে ধন্য সেই।
পিতা মাতা গুরু জনে তোষে যেই।

জননীর স্নেহধার, পরিমাণ নাহি যার,
শুধিবারে সেইধার, পারে কেই ॥

মায়ে কাঁদায়ে যে জন, করে ধর্ম্ম আস্ফালন,
তার ভজন পূজন বৃথাই ॥

পিতা মাতা উভয়েতে, ধর্ম্ম যুক্তি বিচারেতে,
প্রতিনিধি পৃথিবীতে, ঈশ্বরেরি।

পিতারি আজ্ঞা পালনে, বাড়ে যশে পুণ্যে মানে,
রামাবতার হিন্দুস্থানে তাইতেই ॥

দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন, তুষিয়ে পিতারি মন,
অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন, ভীষ্মেরি ॥

তুষিয়ে পিতা মাতায়, করি হিন্দু পরিণয়,
দিল গুপ্ত পরিচয়, মহত্বেরি ॥

হিন্দু সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন-কল্যাণ। তাল আড়াঠেকা।

দেশ বাসী ভ্রাতৃগণ।
হিন্দু সঙ্গীতের পুন, কর উন্নতি সাধন ॥

ভারতের অমূল্য ধন, হিন্দু সঙ্গীত রতন,
তাচ্ছল্য করে হরণ, ক্ষোভানলে দহে মন ॥

প্রিয় ভারত সঙ্গীত, মনোহর সুললিত,
শ্রবণে জুড়ায় চিত, জগতে করে মোহন ॥

সঙ্গীত মোহন গুণে, বশ করে সর্ব্বজনে।
নানা রস উদ্ভাবনে, অঘটন করে ঘটন।

শোকীর সন্তাপ হরে, দয়ালু করে নিঠুরে,
ভীরুর অন্তরে বীর-তেজ করে উদ্দীপন ॥

সঙ্গীত অমূল্য ধন, করে যেই উপার্জ্জন,
হয় সে যশোভাজন, সার্থক তার জীবন ॥

সঙ্গীতে পুনরুদ্ধার, করিবারে যে প্রচার,
করিল সঙ্গীত সার, তার যশ কর গান ॥

রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর।

রাগিণী ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

যতীন্দ্রমোহন, জ্যোতিতে মোহন, করিছে নয়ন, বঙ্গবাসীর।
কিবা জুড়ায় নয়ন বঙ্গবাসীর ॥

প্রসন্ন আনন হেরে জুড়ায় প্রাণ, ঘুচায় অসুখ তিমির।
হরে মনেরি অসুখ তিমির ॥

বিবিধ সদ্‌গুণ ভূষিত পণ্ডিত, শান্ত সুবুদ্ধি গভীর—
সজ্জন রঞ্জন প্রিয় দরশন, বিনয়ী রসিক সুধীর ॥
কিবা বিনয়ী রসিক সুধীর ॥

ভারত সঙ্গীত, পুনরুজ্জীবিত, করিতে যতনরূপ নীর—
সিঞ্চি অকাতরে, বঙ্গভূমি পরে, স্থাপিল যশের মন্দির ॥
কিবা অক্ষয় যশের মন্দির ॥

দেশের হিতের লাগিয়ে তৎপর, করে বিতরণ ধনরাশির—
ঠাকুর কুলের উজ্জ্বলকারি বঙ্গের গৌরব মিহির ॥
শ্রী বঙ্গের গৌরব মিহির ॥

প্রেম।

রাগিণী পিলু। তাল পোস্তা।

অকপট মনে প্রেম সাধ সহ যতন।
জগত হিতার্থে প্রেম হইয়াছে স্বজন ॥

নানা মনোহর রূপ প্রেম করি ধারণ,
জগত জনের প্রীতি সদা করে সাধন ॥

ভক্তি তোষে গুরু জনে, স্নেহ শিশু মোহন,
সখ্যতা তোষে সমানে, প্রেম প্রিয়া তোষণ।
ক্ষমা অপরাধী তোষে, দয়া দীন রঞ্জন ॥

দেশ হিতৈষিতা করে দেশবাসী মোহন,
বীর প্রেমে উজ্জ্বল হয় মাতৃভূমি বদন,
সত্য প্রেম সাধনেতে ধর্ম্ম হয় স্থাপন ॥

পতি প্রেম সাধনেতে, সতীত্ব উপার্জ্জন,
করিয়ে রমণী করে চির কীর্ত্তি স্থাপন,
সতী সীতা সাবিত্রীতে দেখ উদাহরণ ॥

বিদ্যার প্রেমেতে প্রেমী হয় যেই সুজন,
আলো করে দেশকুল লভে জ্ঞান রতন,
সার্থক জনম তার সফল জীবন ॥

বিশুদ্ধ প্রেমেতে তুষ্ট সে প্রেমিক রতন,
বিশ্ব বন্ধু বলে যাঁরে বেদে করে কীর্ত্তন,
ভালো হতে ভালো বাস ভেবে তাঁর চরণ ॥

বঙ্গের সাহিত্য কানন।

("আয় আয় মকর গঙ্গাজল") গানের সুর। তাল খেমটা।

হেরে জুড়ায় নয়ন।
বঙ্গেরি সাহিত্য কাব্য, কুসুম কানন॥

ফুটিল কৃষ্ণ কমল, কি শোভা কি পরিমল,
হেম পারিজাত ফুল, করে মন মোহন।
করে মন মোহন এরা মানস রঞ্জন।
রূপে গুণে আলো করে, সাহিত্য কানন॥

বঙ্কিম গোলাপ ফুলে, হেরে আঁখি যায় ভুলে,
সুবাস যার উথলে, তোষে সর্ব্বজন।
তোষে সর্ব্বজন তোষে বাঙ্গালার মন।
সুরভি আঘ্রাণে করে, মানস হরণ॥

অপরাজিতার প্রায়, দীনবন্ধু নীলিমায়,
কি শোভা ধরেছে হায়, নীলের বরণ।
নীলের বরণ তার, নীলদর্পণ।
হেরে লাজে মরে কত, নীলকর গণ॥

অক্ষয় চম্পক ফুটে, অক্ষয় সুবাস ছুটে,
সকলের কাছে লুটে, আদর যতন।
আদর যতন প্রেম, প্রিয় সম্ভাষণ।
কেনা করে চম্পকেরে গাঢ় আলিঙ্গন॥

বঙ্গেরি কাব্য কাননে, আর যে কত সুজনে,
সুগন্ধ কুসুম সনে, হয় গো তুলন।
হয় গো তুলন তারা, ফুলের মতন।
হেরি আহ্লাদেতে করি, মঙ্গলাচরণ ॥

পরিণয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল কাওয়ালী।

মরি কি সুখেরি নীরে।
করিয়ে পরিণয়, ভাসে নর নারী ॥

দম্পতীর চিত, প্রেমে পুলকিত,
পায় উভয়ে প্রীত, উভয়ে হেরে ॥

তুষিতে উভয়ের মন, উভয়েরি আকিঞ্চন,
বেশ ভুষা ভাল বাসাবাসি দুজনে --
প্রিয় আলিঙ্গনে, প্রেম আলাপনে,
যায় দুজনে সুখ, স্বর্গ পুরে ॥

পবিত্র প্রেমেরি বলে, আনন্দে এ ধরাতলে।
দম্পতী জীবন, দিন, করয়ে যাপন——
সুখ উপার্জ্জনে, দুখেরি মোচনে,
সাহায্য করে দুজনে, দুই জনেরে ॥

জ্ঞান ধর্ম্ম যশ অর্থ, জীবনেরি পুরুষার্থ,
সাধনেতে সহকারী, হয় উভয়ে——
সন্তানোৎপাদনে প্রজারি বর্দ্ধনে,
প্রজাপতির আদেশ, পালন করে ॥

মরি কি বিধাতার, কৌশল চমৎকার,
সংসার গঠনে হয়, বিবাহ বন্ধন,——
প্রকৃতি পুরুষে, চির সুখ আশে,
বাঁধে পরস্পরে, প্রণয় ডোরে ॥

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রাগিণী পিলু। তাল পোস্তা।

পর দুখ হেরি, যার কাঁদে প্রাণ।
সেইত মনুষ্য মাঝে, দেবতা সমান।

অনাথ দুর্ব্বল জনে, স্নেহ পূর্ণ নয়নে,
হেরিয়ে সঁপে যে প্রাণ, তার দুখ মোচনে,
সেই ত মানবকুলে, পুরুষ প্রধান ॥

অধীনী কামিনী কুল, ক্লেশ নিবারণে,
লিখিয়ে মহাত্মা মিল, প্রবন্ধ যতনে,
হইল পূজিত সেই, বিখ্যাত ধীমান ॥

হিন্দুকুল কামিনীর, বৈধব্য যন্ত্রণা,
ঘুচাতে কাতর স্বরে, কাঁদিলেক যে জনা,
দয়ার বিদ্যার সেই, সাগর মহান ॥

চিরপতি বিরহিণী, কুলীন ললনার,
দুখ হেরি খেদবারি, বরিষে নয়নে যার,
নহে কি অন্তর তার, ঈশ্বর সমান ॥

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল।

রাগিণী গৌরী। তাল একতালা।

হিন্দু হিতৈষী কে আর। দেশের মাঝার।
কৃষ্ণদাস বিনা আর, কে আছে বাংলার ॥

হরিশ আসন করিয়ে উজ্জ্বল,
সদত সাধিছে দেশেরি মঙ্গল,
বিদ্যা বুদ্ধি বল, বিচার কৌশল,
মরি কি গভীর তার ॥ সে বিনা বাংলার ॥

রাজ অত্যাচার কুবিধি প্রচার,
যাহাতে অনিষ্ট হয় গো প্রজার,
নিবারণ তার করে গো যাহার,
অমোঘ লেখনী ধার ॥ লেখনী কৃপাণ ধার ॥

হিন্দুর ধরম মান স্বাধীনতা,
জাতি ব্যবহার সুনীতি সুপ্রথা,
রক্ষণ করিতে অন্তরেতে সদা,
জাগিছে যতন যার ॥ সে বিনা বাংলার ॥

ঔষধ এবং চিকিৎসক।

রাগিণী ভৈরবী। তাল পোস্তা।

সেই ত সত্য ঔষধি শাস্ত্রেরি লিখন।
যাহে রোগ শান্তি করে বাঁচায় জীবন॥

সে বৈদ্যেরি প্রধান, যার চিকিৎসা বিধান,
ব্যাধি নাশ করি করে আরোগ্য প্রদান——
মাতৃস্নেহে করে যেই, রোগীরে যতন।
সেই ত ভিষক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেরি লিখন॥

যত চিকিৎসার বিধি, আছে নাশিতে ব্যাধি,
এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি আয়ুর্ব্বেদ আদি——
ও যে ব্যাধি নাশিবারে করে সব অধ্যয়ন,
চিকিৎসক শিরোমণি সেই মহাজন॥

কর্ত্তে রোগ নিবারণ, দিতে রোগীরে জীবন,
সকল উপায় করে, যে অবলম্বন——
ভিষক কুলের সেই হয় আভরণ।
সেইত ভিষক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর বচন॥

প্রিয় বস্তুর অভাব।

রাগিণী পিলু বারোয়াঁ। তাল ঠুংরি।

পতি বিনা সতীর প্রাণ কে জুড়াবে।
মন কে ভুলাবে॥

জলধর বিনা, দারুণ পিপাসা,
চাতকের আর কে মিটাবে ॥

আলো বিনা কে, আঁধার হরিবে,
জগত শোভা কে, দেখাবে ॥

সত্য বিনা ধর্ম্ম, কেমনে রহিবে,
দয়া বিনে দীনে, কে বাঁচাবে ॥

দেশ হিতৈষী, বিনা স্বদেশের,
প্রাণ দিয়া মান কে বাড়াবে ॥

জ্ঞান ধন বিনা, জনম জীবন,
সফল আর কে, করিবে ॥

বিরহিজনের, বিরহ বেদনা,
প্রিয়সঙ্গ বিনা, কে ঘুচাবে ॥

যার প্রিয় যে, সে বিনা তাহার,
মনের সাধ কে, পূরাবে ॥

কোন কামিনীর উদ্দেশে।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

আরকি হেরিব সেই নয়ন রঞ্জিনী।
অকলঙ্ক শশী জিনি চিত বিমোহিনী ॥

সরলা নব যুবতী, সুশীলা লাবণ্যবতী,
মরি কি শান্ত প্রকৃতি, মরাল গামিনী ॥

মধু মাখা সরমেরি, ঘোমটা বসনে ঘেরি,
আবরি রেখেছে তারি, মুখসরোজিনী ॥

প্রফুল্ল নয়ন তার, বিমল প্রেম আধার,
বহে তাহে অনিবার, সুধা তরঙ্গিণী ॥

প্রসন্ন মুখকমলে, অমিয়সিন্ধু উথলে,
নাহি জানে কোন ছলে, মধুর হাসিনী ॥

হায় কেন ইন্দ্রিয়গণ, হলোনা সবে নয়ন,
করিবারে দরশন, সে মনোহারিণী ॥

ধন্য সেই বিধাতার, সৃজিত হয় যাঁহার,
রূপ গুণ একাধার, কুসুম কামিনী ॥

ইন্দ্রিয় সংযম।

রাগিনী ঝিঁঝিট। তাল কাওয়ালি।

ইন্দ্রিয়গণ বল মন——
লালন করিলে তব, হবে কি হিত সাধন ॥

ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরে তুষিতে, মরে অলি নলিনীতে,
লোভে মীন বঁড়সীতে, জীবন করে অর্পণ ॥

প্রিয় দরশন আশ, পতঙ্গেরে করে নাশ,
আলো ভাল বেসে করে, আলিঙ্গন হুতাশন ॥

শ্রবণে মধুর তান, মৃগকুল দেয় প্রাণ,
কাননে ব্যাধের বাণ, সন্ধানে হয় পতন ॥

অনঙ্গ কুহক বলে, ভুলায় মাতঙ্গ দলে,
দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, করিণী কারণ ॥

দারুণ ইন্দ্রিয় রিপু, একেতেই নাশে বপু,
সকল প্রবল হলে, শুভ কি হয় কখন ॥

ওরে মন সাবধানে, অধৈর্য্য ইন্দ্রিয়গণে,
বিচার পাশ বন্ধনে, কররে মন শাসন ॥

মৃত্যু।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

মৃত্যু যবে গ্রাস করিবে।
এদেহেরি অভিমান, কোথায় রহিবে ॥

তোষ নানা উপহারে, সতত যতনে যারে,
সেই তনু রেণু রেণু প্রপঞ্চে মিসিবে ॥

সুকুমার কলেবর, বেশ ভুষা মনোহর,
সেই দিন ছার ক্ষার, সকলি হইবে ॥

ওরে মন দেহ গর্ব্ব, ত্বরিত কররে খর্ব্ব,
নিশ্চয় ত্যজিয়ে সর্ব্ব, জীবন যাইবে ॥

তুমিরে স্বজিত যাঁর, মজ মন প্রেমে তাঁর,
মরণ ভয় তোমার, আর না রহিবে ॥

পরকাল।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

অপার স্নেহে নির্ম্মাণ, জননী অন্তর।
করিল যে নহে কি তার, স্নেহেরি অন্তর ॥

পালিতে নিজ সন্তানে, শিখায় যে জীবগণে,
সে কি নিজ সন্তানে, করে অনাদর ॥
হয় হতাদর ॥

থাকিতে চিরকল্যাণী, প্রকৃতি বিশ্বজননী,
ফুরাইব কি অমনি, মরণেরি পর।
মরণেরি পর ॥

নিত্য সুখেরি আশা, চির উন্নতি লালসা,
দিয়ে কাড়ি লবে কি সে, কিছু দিন পর।
দুটো দিন পর ॥

এত যে জ্ঞান পিপাসা, ধরম ভরসা আশা,
হবে কি সব ফরসা, ইহকাল পর।
জীবনেরি পর ॥

এমন কভু কি হয়, মনেতে নাহিক লয়,
হয়েছে বিশ্ব উদয়, বিনা কারিকর।
বিনা কারিকর ॥

মরণে আত্মার নাশ, হয় কি কভু বিশ্বাস,
যখন নাহিক নাশ, জড় পদার্থের।
সকলি অমর ॥

পুণ্য মানে পরকাল, ভাবে তায় সুখেরি কাল,
পাপ তাহে জঞ্জাল, ভাবি করে ডর।
ব্যাকুল অন্তর ॥

জীবেরি দেখি উন্নতি, নীচ হতে উচ্চে গতি,
গুটি পোকা প্রজাপতি, হয় কি সুন্দর।
মরি কি সুন্দর ॥

আছে উন্নতি সোপান, হয় হেন অনুমান,
যাহে মন ধাবমান, হবে এর পর।
হলে দেহান্তর ॥

কৃতজ্ঞতা।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

যতন করিয়ে মন, মজ প্রেমে তাঁরি।
সকল সুখ বিধান, যে জন করে তোমারি ॥

আঁখির সুখ সাধনে, বিচিত্র নানা বরণে,
অদ্ভুত জগত ছবি চিত্রিত যাঁহারি ॥

পরিমল ফুলদলে, সৃজিত যাঁর কৌশলে,
আঘ্রাণে অতুল সুখ হয় নাসিকারি ॥

ফল মূল অগণন, নানারস আস্বাদন,
রসনা তোষণে হয় কল্পনা যাঁহারি ॥

শ্রবণ মোহন কর, সৃজিল যে সপ্তস্বর,
বিহঙ্গ আর কোমল কামিনীকণ্ঠেরি ॥

ভগবৎ মহিমা।

রাগিণী মুলতানী। তাল চৌতাল ধ্রুপদ।

বিনাশ জন্ম রহিত, একই কেবল,
বিশ্বরাজ্যে তুমি অধিপতি, ব্যাপী সংসার ॥

চন্দ্র সূর্য্য যত তারাদল, পৃথিবী আদি জগত সকল,
তব বিধি করে পালন——
করিতে লঙ্ঘন তব নিয়ম, সাধ্য আছে কার?

মাতৃস্নেহে দয়াময়, পালহে জীব নিচয়,
অপার মহিমা তব, কে গাইতে পারে?——
ক্ষমা সুধা বিতরণে, তারহে পতিত জনে,
কৃপাসাগর প্রভু, নিত্য সত্য সার ॥

ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত যোগীর বিষয়ানন্দ তুচ্ছ।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

মজিয়ে বিষয় মদে, ভ্রমেতে ভ্রমণ কর।
সুবর্ণ ফেলি অন্তরে, অঞ্চল বন্ধন ॥

ত্যজি নিত্য সুখাকর, বিষয়ে সদা আদর,
সুধা রাশি ত্যজি কর, গরল ভোজন ॥

শুনরে হিত বচন, ত্যজ কুবাসনা মন,
মজরে প্রেমেতে সেই, প্রেম আকরে——

ইন্দ্রিয় সম্ভোগানন্দে, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মানন্দে,
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-অর্থ, যাঁহার রচণ ॥

সুনীর জলধি তটে, থাকিয়ে তার নিকটে,
জল প্রয়োজনে কূপ, কে করে খনন?——
বিষয় তৃষা তেমন, হয় তার নিবারণ,
পরমেশ প্রেম নীরে, ভাসে যেই জন ॥

অনুতাপ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল চৌতাল ধ্রুপদ।

পালন না করিয়ে, তোমারি সুনিয়ম সকলি,
পদে পদে করি ভোগ, রোগ দণ্ড বিষম শাসন ॥

হতে বালক কাল পূর্ণ, যৌবন প্রতাপ বাড়িল,
মন পুর অন্ধকার করিল, দুষ্ট কুমতি আসিয়ে ॥

লজ্জা ধর্ম্ম জ্ঞান আলো, গ্রাসিল মদন রাহু,
ক্রোধ হরিল বিচার——
লোভ দম্ভ রিপুদল, জ্বালিল পাপেরি অনল,
তাহে ক্ষোভ বায়ু সহায়ে,সদা মনেরে করিছে দাহন ॥

কাতর হয়ে তব চরণে, করিগো মিনতি এই,
কর মা অধমে ক্ষমা——
জ্ঞান সুমতি পুণ্য বৃত্তি, কৃপাকরি দীপ্তি কর মা,
দেহি সত্যে দৃঢ় ভক্তি, ওমা প্রকৃতি জগত প্রসূতি ॥

প্রার্থনা।

রাগিণী কালেংড়া। তাল আড়া।

পুরাও বাসনা এই করুণা নিধান।
যেন কুবাসনা মম হয় অবসান ॥

কুমতির বশীভূত, হইয়ে অবোধ চিত্ত,
নাহি মানে হিতাহিত, পাপে হয় ধাবমান ॥

তব পদে অপরাধী হইতেছি নিরবধি,
কিসে হবে কৃপানিধি, অধমেরি পরিত্রাণ ॥

ভগবৎ চিন্তা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

ধ্যান কর হৃদাকাশে পরমাত্মধন।
চরিতার্থ হবে হবে সফল জীবন ॥

যাঁর নাহি ক্ষয়োদয়, কেবল আনন্দময়,
এক মাত্র সর্ব্বাশ্রয় নিত্য নিরঞ্জন ॥

রবি শশী অগণন, যাঁর অদ্ভুত রচন,
জ্যোতির জ্যোতি যে জন, অতীত চিন্তন ॥

চির সর্ব্ব শক্তিমান, চির ব্যাপী সর্ব্বস্থান,
বাহ্যান্তর সর্ব্বজান, বিশ্বেরি যে জন।

জ্ঞানালোক দীপ্তকর, পাপ তাপ ভ্রম হর,
যিনি নিত্য সুখাকর, পতিত পাবন ॥

সতর্কতা।

রাগিণী রামকেলী। তাল কাওয়ালী।

ওরে আর না মজিও চিতরে।
ওরে বিষয় আমোদে——
যাইছে জীবন অবিরত, পরমায়ু হরে কাল রে ॥

সফল রে কর জীবন যতনে,
সঞ্চয় করিয়ে জ্ঞান পুণ্য ধনে,
শেষ নিকটে এলোরে ॥

ত্যজিয়েরে পর অহিত বাসনা,
সত্যেরি প্রেমেরি কররে সাধনা,
করুণা কর জীবেরে ॥

ভগবৎ স্তোত্র।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঝাঁপতাল।

জগদীশ নিরঞ্জন নিখিল বিশ্ব আত্মন,
জগত কারণ, জ্যোতির্ম্ময় প্রভু জগপতে ॥

ওহে অনন্ত জগত পালন লয় সৃজন বিধাত,—
করুণাময়, কৃপা করি জ্ঞান আলোক দেহি সেবকে ॥

ওহে কৃপাল, সকল জীবগণের মনোরথ নিত্য,—
পুরাও প্রভু, দেহি দৃঢ় প্রেম সতত তব চরণে ॥

ঈশ্বরের ধ্যান।

রাগিণী কেদারী। তাল আড়া।

হৃদয় মন্দিরে তাঁরে ধ্যান কর মন।
অনাদি অনন্ত কাল, হয় যাহার আসন।

অনন্ত আকাশময়, সতত জাজ্জ্বল্য রয়,
অপার মহিমা যাঁর, অদ্ভুত বিশ্ব রচন ॥

তিমির মিহির দ্বয়, যাহাতে উদ্ভব হয়,
প্রকৃতি পুরুষাকারে, সৃজন করে যে জন ॥

অসংখ্য সৌর জগতে, গাঁথি আকর্ষণ সূতে,
রতন ভূষণ প্রায়, অঙ্গে যে করে ধারণ ॥

করেতে ভূষণ যার, নিত্য শোভে সুবিচার,
ক্ষমা শাস্তি পুরস্কার, বিশ্ব শাসন কারণ ॥

যিনি জ্ঞান সত্যময়, অপার করুণাময়,
পতিত পাবনে যাঁর, সদা নিপুণ চরণ ॥

বৈরাগ্য।

রাগিণী পরোজ। তাল ঝাঁপতাল।

আর মন কেন রঙ্গ কর লয়ে সংসার ॥
দেহ দিন দিন, হইতেছে ক্ষীণ,
ইন্দ্রিয় সুখ আশা ভঙ্গে, ক্ষোভ পাও অপার ॥

এখন ভাব বৃথা জনম যায়,হরে সময় কুসঙ্গে——
মমতা নাশ, ত্যজ পাপবাসনা,
অনন্ত আত্মার প্রসঙ্গে, মজ মন সত্বর ॥

শ্যামা বিষয়।

রাগিণী পিলু বারেয়াঁ। তাল ঠুংরি।

পতিতপাবনী বিনে কে পতিতে তারিবে।
ক্ষেমঙ্করী বিনে, চির অপরাধীরে, আরকে ক্ষমিবে ॥

দয়াময়ী বিনে, কে করুণ নয়নে, দীনের পানে হেরিবে।
জননী বিনেকে, স্নেহ পূর্ণ অন্তরে, সন্তানে পালিবে ॥

বিশ্বেশ্বরী বিনে, আর কে বিশ্বেরি, কল্যাণ সাধিবে।
তারাপদ বিনে, সদাশিব হৃদয়ে, আর কি শোভিবে ॥

শিবের ধ্যান।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

রজত পর্ব্বত আভা বিনিন্দিত, অদ্ভুত শ্বেত কলেবর।
কিবা অদ্ভুত প্রশান্ত কলেবর ॥

বাস বাঘাম্বর ত্রিশূল ডমরুকর, গঙ্গাধর বিশ্বেশ্বর।
হর গঙ্গাধর বিশ্বেশ্বর ॥

ভ্রমর জিনিয়ে কালো জটাজূট, যামিনী জড়িত যেন দিবাকর।
প্রভাকর জিনি প্রভা, বদনেরি লাগি আভা, মলিন ললাটে শশধর
হয় মলিন ললাটে শশধর ॥

ভাবুক অন্তর রূপ মনোহর রম্য কৈলাসপুরে বিরাজে হর—
জিনিকোটি সৌদামিনী, বিরাজে বিশ্বজননী, শঙ্কর বাম উরুপর।
হর শঙ্কর বাম উরুপর ॥

বাসনা নদী পার।

ময়ূর পঙ্খীর সুর। তাল খেম্‌টা।

যায় মারা বাসনা জলে, মন্‌ তরি আমার।
ভব কাণ্ডারি হে কর পার ॥

হে লোভ মেঘে, কুমতি ঝড়, হইয়ে সঞ্চার,
প্রবল ইন্দ্রিয় ঢেউ করিছে বিস্তার।
তাহে তরি টলে বারে বার ॥

হে স্বার্থ রূপ, পাষাণ চড়াতে, খাইয়ে আছাড়,
বাড়ে বাড়ে ছেড়ে গেলো নৌকারি মাঝার।
জল উঠে ছিদ্র দিয়ে তার ॥

হে ভাঙ্গিল বিচার হাল, ছিঁড়ে ধৈর্য্যপাল,
পাপরূপ পাকনা জলে ঘুরায় অনিবার।
তাহে ভগ্ন তরি বাঁচা ভার ॥

হে শোচনা কুম্ভীর ক্ষোভ হাঙ্গর আকার,
ধরি তরী অঙ্গ তারা করিছে আহার।
হই সারা তাহে একে বার ॥

হে করুণা বাতাসে নাথ করহে উদ্ধার,
ক্ষমাকুল দেও প্রভু চরণে তোমার।
ভব কাণ্ডারি হে কর পার ॥

জগতের ভালোবাসা।

রাগিণী কালেংড়া। তাল খেম্‌টা।

যদি চাস মন জগতের ভালোবাসা পেতে।
খুলেদেরে প্রেমদ্বার জগত মাঝেতে ॥

বিতরি প্রেম রতন, শাক্য য়ীশু চৈতন্য।
দেবতা বলিয়ে গণ্য, হলো ভূতলেতে ॥

পর্শিলে পরশ মণি, লোহা সোণা হয় অমনি,
প্রবাদ বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে——
প্রেম মণি হৃদে যার, পরশেছে একবার,
রূপের কি হয় তার, তুলনা চাঁদেতে ॥

সংসার বিরক্তি।

রাগিণী মুলতানী। তাল আড়া।

বিষয় বিষ সলিল পিয়েরে চাতক চিত।
সংসার জলধি তটে বসে আর থাক কত ॥

এত যে করি যতন, বিষয় বারি কর পান,
আশা তৃষা নিবারণ, তবুত নহে কিঞ্চিত ॥
লাভেতে দেখি কেবল, ইন্দ্রিয় রোগ বাড়িল,
তাহে আবার ক্ষোভানল, দহে তোমায় অবিরত ॥
ছাড়রে বিষয় আশে, উড়রে জ্ঞান আকাশে,
পরমেশ প্রেমনীর, পানেতে হওরে রত ॥

দিন যায়।

রাগিণী পুরীয়া। তাল জলদ একতাল।
মন দিন্ত অন্ত হয়। (বয়ে যায়)
ভাব একবার, কিরূপে হবে পার—
ভবের বারি, কুল নাই যারি, ভীষণ ভীষণ সমুদ্র সমান,
তাহে আবার ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপা ঘোর রজনী,
ঢাকিয়াছে তায় ॥
আসিছে ঐ নিকটে দেখনা কাল, তোমারি,—
ওরে ভ্রান্ত চিত, চিন্ত, তার উপায় ॥

পথের সম্বল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ। তাল আড়া।
বারেক ভাব মন, তাঁরে করিয়া যতন।
সৃষ্টি স্থিতি লয় করে, পলকে যে জন ॥

বিষয় সুখ সম্ভোগে, নিদ্রা যাও নিরুদ্বেগে,
কুমতি বশেতে সদা, কররে ভ্রমণ ॥

জীবন যৌবন ধন, হরে কাল প্রতিক্ষণ,
দেখরে দেখরে মন, মেলিয়ে নয়ন ॥

তরিতে ভবেরি জল, করিলে কি সম্বল,
কিবলে জিনিবে বল, দুরন্ত শমন ॥

বিজয়া।

মেনকার উক্তি।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

কেমনে ধরিব প্রাণ, পোহালে নবমী নিশি।
নিশ্চয় আসিয়ে শিব, লয়ে যাবে উমাশশী ॥

উমা মুখ শশধরে, হেরে নয়ন চকোরে,
শীতল করেছি মোর তাপিত পরাণ——
বিদায় দিব কেমনে, প্রাণাধিকা উমাধনে,
যার অদর্শনে হেরি, জগত আঁধার রাশি ॥

শঙ্করীর আগমনে, উৎসব গিরি ভবনে,
উল্লাসিত সর্ব্বজনে, আনন্দে মগন——
হায় কি কপাল মন্দ, এ আনন্দে নিরানন্দ,
হরিবে সে মুখচন্দ্র, প্রভাতে বিজয়া আসি ॥

অপত্য স্নেহে কাতর, করে জননী অন্তর,
যে জন করে জীবেরে, লালন পালন——
দৃঢ় ভক্তি সহকারে, মাতৃভাবে ভাবি তাঁরে,
তাঁর প্রেম সুধাপানে, মজ্ঞ মন দিবা নিশি ॥

ঐ

হাফ্ আকড়াই কবির সুর।

ছাড়ি প্রণাধিকা উমা ধনে, জীবনে কেমনে—
আর ধরিব বলে কাঁদে বিনাইয়ে মেনকা গিরি ভবনে।

যদি যাবে গৌরি, কোল ছাড়ি মায়েরি,
প্রাণ উমাগো, কৈলাস পুরি;——
আগে লয়ে যাও বধে মায়, প্রাণ পুতুলিকায়,
নৈলে বল্ কিসে গোমা প্রাণ ধরি।
তুমিত জননী মন জান মা——
মা হয়ে মায়েরি মনে, যাতনা দিবে কেমনে,
জগত জননী তুমি প্রাণ উমা——
আমি কেমনে মা তোরে দিব বিদায়।
এক বার আয় মা উমা কোলে আয় ॥

জননী অন্তরে, স্নেহ সঞ্চার করে, তুমি গো মা,
পাল এসংসারে——
একে মৈনাকের শোকানল দাবানলে,
জ্বলে প্রাণ সে অনলে, প্রাণ উমা গো——

আবার তোমারি বিচ্ছেদে প্রাণ বাহিরায়।
একবার আয় মা উমা কোলে আয়॥

৺দ্বারকানাথ মিত্রের শোকে বঙ্গভূমির বিলাপ।

রাগিণী মূলতানী। তাল আড়া।

বিনায়ে বঙ্গজননী কাঁদিছে কাতর স্বরে।
দ্বারকানাথেরি শোকে, ব্যাকুল হয়ে অন্তরে॥
কেনরে নির্দ্দয় শমন, বাংলার গৌরব তপন,
অকালে ঢাকিলি আসি, মৃত্যু মেঘাচ্ছন্ন করে॥
হায়!
কে আর তেমন করি, বিচার আসনোপরি,
বসিবে উজ্জ্বল করি, সত্যেরি সন্ধানে——
নির্ভয়ে তেমন আর, কে করিবে সুবিচার,
মাপিয়ে সত্যেরি ভার, ন্যায়তুলা ধরি করে॥
হায়!
সৌহার্দ্য উদার গুণে, আদরেরি সম্ভাষণে,
কে আর বান্ধবগণে তুষিবে তেমনি——
জ্বালিয়ে বুদ্ধির আলো, দেশেরি মুখ উজ্জ্বল,
কে আর তেমন বল, করিবে বঙ্গ ভিতরে॥

(আর্য্যদর্শন হইতে উদ্ধৃত)

ব্রিটেনির প্রতি ভারত ভূমির উক্তি।

রাগিণী কালেংড়া। তাল আড়া।

ছিলো গো ব্রিটেনি আমার সেকালে এক দিন।
ভেবোনা হেরে আমায় চির এমনি হীন——
প্রাচীনা হয়েছি এবে, শোকে হয়েছি মলিন॥

তোমারি শৈশব কাল উদয়েরি আগে,
রূপে আলো করেছিলাম ধরা পূর্ব্বভাগে——
সে রূপ সৌন্দর্য্য রাশি, দেখিত সকলে আসি,
মিযর গ্রীরিস বাসী, সুসভ্য প্রাচীন॥

ছিলোগো সন্তান মোর, সবে মহাজন,
কবি বীর চূড়ামণি, জ্ঞানী সাধুগণ——
সৌভাগ্য সুখ আগার, নানা রতন ভাণ্ডার,
ছিলেম্ গো মহীমাঝার, হইয়ে স্বাধীন॥

সৌভাগ্য তপন যবে গেল অস্তাচল,
গৃহ বিবাদ রোগেতে হলেম্ গো দুর্ব্বল——
আসিল সুযোগ পেয়ে, নিষ্ঠুর যবন ধেয়ে,
লইল সব লুটিয়ে, করিল শ্রীহীন॥

ধন্য গো ব্রিটেনি তুমি অবনী মাঝার,
যবন পীড়ন জ্বালা নিভালে আমার——

বাড়ো যশে পুণ্যে জ্ঞানে, ধনে রণে সুখে মানে,
চাহি এ অধিনী পানে, দিও গো সুদিন ॥
(আর্য্যদর্শন হইতে উদ্ধৃত।)

জীবনযাত্রা বাঁশবাজি।

রামপ্রসাদী সুর। তাল একতালা।

ভবের বাঁশ বাজি করে।
ও মন সাবধানেতে, যাওরে তরে ॥

পরমায়ু দড়ির উপর, পা ফেলরে ধীরে ধীরে,
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার, বিচার বাঁশটা করে ধরে ॥

কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ, উৎসাহেতে বারে বারে,
যেন মাথার কল্সী ওরে ও মন——
যেন ধর্ম্ম কলস যায়না পড়ে, পাপ পিছলে পা টা সরে ॥

আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজি কর ঘুরে ফিরে,
ও মন এড়াবি মরণ ভয়ে, ভেল্কি লাগ্‌বে শমনেরে ॥

সমাপ্ত।